চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ড

ইংরেজির কারণে পিছিয়ে পড়ল চট্টগ্রাম

পাসের হারে ৯ সাধারণ শিক্ষাবোর্ডের মধ্যে ৭ম ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তিতে ৫ম

নূপুর দেব, চট্টগ্রাম

জিপিএ-৫ পাওয়ার পর শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাসের ছবিটি নগরের চট্টগ্রাম মহসিন কলেজ থেকে তোলা। ছবি : কালের কণ্ঠ

উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষায় দেশের নয়টি সাধারণ শিক্ষাবোর্ডে ফলাফলে এবার পাসের হারে চট্টগ্রাম ৭ম এবং জিপিএ-৫ প্রাপ্তিতে পঞ্চম স্থানে রয়েছে। এ ছাড়া চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডে গত তিনবছরের মধ্যে এবার পাসের হার কমেছে। পাসের হার ও জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমার পেছনে বাংলা এবং ইংরেজি বিষয়ে পাসের হার কমে যাওয়াকে অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এরমধ্যে বেশি ফেল করেছে ইংরেজির দুই পত্রে।

গতকাল বুধবার ২০২২ সালের চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার প্রকাশিত ফল পর্যালোচনা করে দেখা যায়, আবশ্যিক বিষয় ইংরেজি প্রথম পত্রে ৯০ দশমিক ৭৩ শতাংশ ও ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রে ৮২ দশমিক ৯৬ শতাংশ এবং বাংলা প্রথম পত্রে ৯৫ দশমিক শূন্য এক শতাংশ ও বাংলা দ্বিতীয় পত্রে ৯৭ দশমিক শূন্য এক শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করেছে। যা আগের দুই বছরের তুলনায় কম। করোনা ও বন্যার কারণে ২০২০ এবং ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজি দুটি বিষয়ে পরীক্ষা না হওয়ায় অটোপাস হিসেবে ওই দুইটি বিষয়ে পাসের হার ছিল শতভাগ।

পাসের হার ও জিপিএ-৫ কমে যাওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নারায়ন চন্দ্র নাথ গতকাল বুধবার বিকেলে কালের কণ্ঠকে বলেন, করোনার কারণে ২০২০ সালে পরীক্ষা হয়নি। ওই বছর অটো পাস ছিল। অর্থাৎ পাসের হার শতভাগ। ২০২১ সালে সকল বিষয়ে পরীক্ষা হয়নি। সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে পরীক্ষা হলে বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে পরীক্ষা হয়নি। তখনও ওই দুই বিষয়ে শতভাগ পাস ছিল। এবার সব বিষয়ে পরীক্ষা হয়। বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে ফল ভালো না হওয়ায় সার্বিক ফলাফলে এর বড় প্রভাব পড়েছে। অপর এক প্রশ্নের জবাবে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বলেন, আমরা যদি করোনার আগে স্বাভাবিক সময় সর্বশেষ ২০১৯ ও ২০১৮ সালে এইচএসসি পরীক্ষার পাসের হার ও জিপিএ-৫ বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখা যাবে ২০২২ সালে

পাসের হার ও জিপিএ-৫ তুলনামূলক বেশি। সার্বিক বিষয়াদি বিশ্লেষণ করলে এবারের ফল অনেকটা সন্তোষজনক বলা যায়।

গতকাল প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায়, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড চট্টগ্রামে এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ৮০ দশমিক ৫০ শতাংশ। গতবার চেয়ে এবার পাসের হার কমেছে ৮ দশমিক ৮৯ শতাংশ। একইভাবে গতবারের তুলনায় এবার জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কমেছে। এবার বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১২ হাজার ৬৭০ জন। গতবার ১৩ হাজার ৭২০ জন জিপিএ-৫ পেয়েছিল। এই হিসাবে চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডে গতবারের তুলনায় এবার পাসের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে। এ ছাড়া এবার ছাত্রদের চেয়ে ছাত্রীরা পাসের হার ও জিপিএ-৫ সংখ্যা দুটোতেই বেশি।

পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০২২ সালে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডে ২৬৭টি কলেজের মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৯৩ হাজার ৯৯৭ জন শিক্ষার্থী। এরমধ্যে পরীক্ষায় অংশ নেন ৯১ হাজার ৯৬০ জন। তাদের মধ্যে পাস করেছে ৭৪ হাজার ৩২ জন। পাসের হার ৮০ দশমিক ৫০ শতাংশ। পাসের হারে ছাত্রদের চেয়ে ছাত্রীরা এগিয়ে রয়েছে। জিপিএ ৫ প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও ছাত্রীরা এগিয়ে আছে।

ছাত্র পাসের হার ৭৭ দশমিক ৯২ শতাংশ। ছাত্রী পাসের হার ৮২ দশমিক ৯২ শতাংশ। ছাত্রদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫ হাজার

৫৬৪ জন ছাত্র। ছাত্রীদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৭ হাজার ১০৬ জন।

এবার পাসের হার বিজ্ঞানে ৯১ দশমিক ৩০ শতাংশ, ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে ৮৩ দশমিক ৮৩ শতাংশ এবং মানবিক বিভাগে ৭৩ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ। শতভাগ পাস করেছে ১৬টি কলেজ।

নগরে পাসের হার বেশি : চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের অধীনে মহানগরসহ পাঁচ জেলা রয়েছে। গতকাল প্রকাশিত এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায়, এবার চট্টগ্রাম মহানগরে পাসের হার বেশি (৮৯ দশমিক ৪৮ শতাংশ)। মহানগর বাদে চট্টগ্রাম জেলার পাসের হার ৭৬ দশমিক ১২ শতাংশ। মহানগরসহ চট্টগ্রাম জেলার পাসের হার ৮২ দশমিক ৭১ শতাংশ। এ ছাড়া অপর চার জেলায় পাসের হারের মধ্যে কক্সবাজারে ৭৪ দশমিক ৯২ শতাংশ, রাঙামাটিতে ৭৫ দশমিক ৩৩ শতাংশ, খাগড়াছড়িতে ৬৮ দশমিক ৭৮ শতাংশ এবং বান্দরবানে ৮১ দশমিক ২০ শতাংশ।

উখিয়া কলেজে ফল বিপর্যয় : বিশেষ প্রতিনিধি, কক্সবাজার জানান, এইচএসসি পরীক্ষায় কক্সবাজারের উখিয়া কলেজে ফলাফল বিপর্যয় হয়েছে। কলেজের ৫৭০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ১৭২ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছে মাত্র একজন শিক্ষার্থী। পাসের হার ৩০ দশমিক ২৯ শতাংশ। জানা যায়, ওই কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে পরীক্ষা দেওয়া ৬ শিক্ষার্থীর সবাই ফেল করেছে। অধ্যক্ষ অজিত কুমার দাশ বলেন, শিক্ষার্থীদের বেশির ভাগ রোহিঙ্গা শিবিরে এনজিওতে চাকরি করে। অভিভাবক সমাবেশ ডাকলে ৪ হাজারের মধ্যে ৩/৪ জন আসেন। এভাবে

ফলাফল বিপর্যয় হবে তা কল্পনাও করতে পারিনি। ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক তহিদুল আলম তহিদ বলেন, রোহিঙ্গা শিবিরে এনজিওগুলোতে কলেজের শিক্ষার্থীরা চাকরি করে। এ কারণে লেখাপড়ার প্রতি বিমুখ হয়ে গেছে ওই শিক্ষার্থীরা।